

যতিচিহ্ন

সংজ্ঞা:

যতিচিহ্ন হল এক ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন যেগুলো ব্যবহার করে বাক্যের বিভিন্ন ভাব সার্থকভাবে প্রকাশের মাধ্যমে বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্ট করা হয়। একে বিরতিচিহ্ন, বিরামচিহ্ন বা ছেদচিহ্নও বলা হয়।

বাংলা ভাষায় ২০টির মতো যতিচিহ্ন রয়েছে। এদের মধ্যে বাক্য শেষে ব্যবহৃত হয় ৪টি যতিচিহ্ন; বাক্যের ভিতরে ব্যবহৃত হয় ১০টি এবং বাক্যের আগে পরে ব্যবহৃত হয় ৬টি যতিচিহ্ন।

যতিচিহ্নের ব্যবহার :

১। কমা বা পাদচ্ছেদ (,):

বাক্য পড়ার সময় সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন: ভালো ফল চাও, পাবে অধ্যাবসায়য়ে।

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন: সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

সম্বোধনের পর কমা বসবে। যেমন: ফারহান, এদিকে এসো।

বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কমা বসে। যেমন: তুমি যাবে, না যাবে না? সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ডবাক্যের পর কমা বসে। যেমন: গতকাল যে লোকটি এসেছিল, সে আজ আর আসবে না।

উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসবে। যেমন: ফারদিন বলল, “আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি।”

মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন: ৫ আগস্ট, সোমবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।

বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পর কমা বসে। যেমন: ৬১, নবাব মোমিন রোড, চট্টগ্রাম

নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসে। যেমন: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম. এ., পিএইচ. ডি।

২। সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ (;):

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। যেমন: ফারহাত এসেছিলো; কিন্তু সে কথা বলেনি।

৩। দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (!):

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়।

যেমন : মানুষ মরণশীল।

৪। প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?):

বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।

যেমন : তোমার নাম কী?

৫। বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!):

হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে এ চিহ্নটি বসে।

যেমন : বাহ! ফুলটি কী সুন্দর।

সম্বোধন পদের পর বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হতো; কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা বসে।

৬। কোলন (:):

একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে কোলন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উদাহরণ বোঝাতেও কোলন বহুল ব্যবহৃত।

যেমন : কী এক দিনকাল পড়লো : ছোটরা বড়দের উপদেশ দেয়।

৭। ড্যাশ (—):

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ বসে।

যেমন : রাত বেশি হয়ে গিয়েছিল — তাই আমরা অপেক্ষা করিনি।

এ ছাড়াও এক বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের সংমিশ্রণে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৮। কোলনড্যাশ (:-):

উদাহরণ বোঝাতে আগে কোলন ড্যাশ ব্যবহৃত হত। বর্তমানে উদাহরণ বোঝাতে শুধু কোলন বহুল ব্যবহৃত।

যেমন : পদ প্রধানত দুই প্রকার:- ১. নাম পদ ২. ক্রিয়া পদ

৯। হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-):

সমাসবদ্ধ পদগুলোকে আলাদা করে দেখানোর জন্য হাইফেন(-) ব্যবহৃত হয়।

যেমন : মা-বাবার কথা মেনে চলবে।

১০। ইলেক বা লোপচিহ্ন ('):

কোনো বিলুপ্ত বর্ণের পরিবর্তে লোপ চিহ্ন বসানো হয়।

যেমন : তা'র পর আর কথা নেই।

১১। একক উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন (' '):

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তি কে এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

যেমন : সে বলল, 'আমি কাজটি করবো।'

১২। যুগল উদ্ধরণ বা উদ্ধৃতি চিহ্ন (" "):

যদি উদ্ধৃতির ভেতরে আরেকটি উদ্ধৃতি থাকে তখন প্রথমটির ক্ষেত্রে দুই উদ্ধৃতি চিহ্ন এবং ভেতরের উদ্ধৃতির জন্য এক উদ্ধৃতি চিহ্ন হবে। এছাড়াও প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার নামের ক্ষেত্রেও যুগল উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

১৩। বন্ধনী চিহ্ন :

বন্ধনীচিহ্ন তিন প্রকার। যেমন: প্রথম বা বক্র বন্ধনী ()

দ্বিতীয় বা গুচ্ছ বন্ধনী { }

তৃতীয় বা সরল বন্ধনী []

মূলত গণিত শাস্ত্রে এগুলো ব্যবহৃত হলেও বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে প্রথম বন্ধনী ব্যবহৃত হয়। এখানে থামার কোন প্রয়োজন নেই।

১৪। বিকল্প চিহ্ন (/):

কোন শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করার সময় যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তখন ঐ চিহ্নকে বিকল্প চিহ্ন বলা হয়। এছাড়াও “অথবা” শব্দের পরিবর্তে বিকল্প (/) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন: “সময়মত সালাত/নামাজ আদায় করুন।” এখানে সালাতের পরিবর্তে নামাজ শব্দটিও ব্যবহার করা যাবে।

১৫। ধাতু দ্যোতক চিহ্ন (√):

ক্রিয়ার মূল বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

যেমন : √কৃ+ তব্য= কর্তব্য।

১৬। পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন(<):

পরবর্তী শব্দ বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

যেমন : ৩<২

১৭। পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন (>) :

পূর্ববর্তী শব্দ বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

যেমন : ২<৩

১৮। সমান চিহ্ন (=) :

দুটি সংখ্যা বা মানের মধ্যে সমতা বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

১ কেজি = ১০০০ গ্রাম

১৯। সংক্ষেপণ চিহ্ন (.):

কোন শব্দ সংক্ষেপ করার জন্য সংক্ষেপণ চিহ্ন (.) ব্যবহার করা হয়। একে এক বিন্দু চিহ্নও বলা হয়।

যেমন : মোহাম্মদ শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ মো.

২০। বর্জন চিহ্ন (...):

কোন অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষ অংশ বাদ দেওয়ার জন্য তিন বিন্দু চিহ্ন বা বর্জন চিহ্ন (...) ব্যবহার করা হয়।

হাসান মেহেদী

বাংলা বিভাগ

মুঠোফোন : ০১৮১৬৯৩১৮২৪